কেন্দ্রীয় নেতার মুক্তির দাবীতে মেহেরপুর জেলা যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক আবদুল মোনায়েম মুন্নার সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মেহেরপুর জেলা যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেল ৪ টার দিকে শহরের বড় বাজার এলাকায় জেলা বিএনপি’র অপর অংশের কার্যালয় থেকে শুরু করে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিক্ষোভ মিছিলটি একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা যুবদলের সহ সাধারণ সম্পাদক শেখ হুজাইফা ডিক্লেয়ারের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলে বিএনপি নেতা অ্যাড. মোকলেছুর রহমান স্বপন, সাবেক ছাত্রনেতা ইকবাল হোসেন, যুবদল নেতা আশাদুল ইসলাম, হাসানুর রহমান বিট্টু, মনিরুল ইসলাম মনি, সাবেক ছাত্রনেতা হাসানুজ্জামান বিপলু, যুবদল নেতা আশাদুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, ফারদুল, ফুর্তি, মিছেল, সোহাগ,সালমান, মুজিবনগর উপজেলা যুবদল নেতা সিরাজুল ইসলাম, ইদ্রিস সহ অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মিছিল থেকে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি গ্রেফতার

নাশকতার মামলায় মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হুসাইনসহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ শুক্রবার (১৬ জুন) বিকাল ৪ টার দিকে গাংনী পৌর এলাকার আখ

সেন্টার পাড়া এলাকায় ছাত্রদলের মিছিল থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বামন্দীতে নাশকতার মামলায় নাজমুল হুসাইনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এদিকে নাজমুল হুসাইনকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, পুলিশের এই ন্যাক্কারজনক আচরনের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। একটি শান্তিপ্রিয় মিছিল থেকে জেলা ছাত্র দলের সভাপতি নাজমুল হুসাইনকে আটক করেছে পুলিশ। তাকে মিথ্যা নাশকতার মামলার আসামি হিসেবে চালান দিচ্ছেন। তিনি নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন।

মেহেরপুর পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির অনুমোদন

মো: রিয়াদ আজিমকে আহবায়ক ও মো: শাহিন ইসলাম তানিমকে সদস্য সচিব করে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির অনুমোদন দিয়েছে জেলা কমিটি।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, আশিকুর রহমান রবিন, কাজল দত্ত, মো: আশরাফুল ইসলাম, মো: আলাউদ্দীন, শোভন ফেরদৌস, মাকসুদুল আলম মিথেন, রিংকু মাহমুদ, মো: রাসেল অন্তর, মলিন খান, সাইদুল ইসলাম মানিক, রমা: চন্দন, মো: মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, মো: মিজানুর রহমান আবু, মো: নয়ন মনি, মাশরাফি আল নুর, মো: মুন্নাফ, নাহিদুজ্জামান নাহিদ, সোহানুর জামান খান জয় ও হিজল করিম।

গত ১৪ জুন বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের মেহেরপুর জেলা

শাখার আহবায়ক মো: আরিফুল ইসলাম সোবহান, সদস্য সচিটব বারিকল ইসলাম (লিজন) ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: মোবাশ্বের চৌধুরী স্বাক্ষরিত পত্রে আগামী দুই মাসের মধ্যে সকল ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে দুই মাদক সেবিকে ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদকদ্রব্য সেবনের অপরাধে দুই মাদক সেবিকে পৃথক দুটি ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে ২ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে সাড়ে ৩ টার দিকে এই আদেশ দেন মোছা: রনী খাতুন।

দণ্ডিতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার রায়পুর মধ্যপাড়া এলাকার মোখলেছুর রহমানের ছেলে সাইফুর রহমান সুইট (২৫) ও একই গ্রামের মোকাম আলীর ছেলে মকবুল হোসেন (২৯)।

ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুন বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যদের সহযোগীতায় মাদক সেবনরত অবস্থায় এই দুই মাদক সেবিকে আটক করা হয়। এর পরে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারায় প্রত্যাককে ২ মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এসময় পুলিশের একটি টিম সহযোগীতা করেন।

দণ্ডিতদের বিকালেই মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণের দির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জাল ভিসা প্রতারণা মামলায় মুজিবনগরে মা ছেলে গ্রেফতার

অধিক বেতনের আশ্বাস দিয়ে জাল ভিসায় বিদেশ পাঠানোর অভিযোগে দায়ের করা মামলায় মা ও ছেলেকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের কলেজপাড়া এলাকার আব্দুর রশিদের স্ত্রী আদম ব্যাপারি লাল ফাতুন খাতুন (৫৫) ও তার ছেলে মোঃ সাগর আলী (৩০)

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদি রাসেল নেতৃতে পুলিশের একটি টিম গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে এই দুই প্রতারক আদম ব্যাবসায়ীকে আটক করেছে।তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণামূলক ভাবে অধিক বেতনের আশ্বাস দিয়ে বিদেশে কর্মী পাঠানের নামে অর্থ গ্রহণ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত চাহিদা পত্র ভিসা সংগ্রহ করে আটকে রেখে ক্রয় বিক্রয় ও সহায়তা সংক্রান্ত অভিযোগে বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী আইন/২০১৩ এর ৩২(ক), (খ), (গ), (ঘ)/৩৩/৩৬ ধারায় মুজিবনগর থানার মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার মামলা নং ১১।

জিঞ্জাসাবাদ শেষে তাদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মামলার বাদী ভুক্তভোগী মোনাখালি গ্রামের কাজল বিশ্বাস বলেন দারিয়াপুর গ্রামের আদম দালাল সাগর আলীর ও তার মা লালফাতুন খাতুনের মাধ্যমে সৌদি আরব যায়। সৌদি পৌছানোর পর আমি বুঝতে পারি আমাকে জাল ভিসায় পাঠিয়েছি । তিন মাসে কোন কাজ মেলেনি। পরে পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে ১৪ দিন জেল খেটে বাড়ি ফিরে আসি।

বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর কথা স্বীকার করে সাগর বলেন, ১৮ জনকে সৌদি পাঠিয়েছি। প্রথম দিকে কোম্পানীর একটু সমস্যা হয়েছিল। বিদেশে শ্রমিক পাঠানো কাজের কোন লাইসেন্স আছে কিনা জানতে চাইলে সাগর বলেন, আমার এক মামার মাধ্যমে বিদেশ পাঠায়।

“মেহেরপুরে কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট ও বসুন্ধরা সিমেন্টের এর শুভ হালখাতা ” অনুষ্ঠিত

আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে মেহেরপুর জেলার শহরের প্রাণকেন্দ্রে জিএন এন্টারপ্রাইজের দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট ও বসুন্ধরা সিমেন্টের এর শুভ হালখাতা ১৪৩০ অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট ও বসুন্ধরা সিমেন্টের এর পরিবেশক মেসার্স আসিফ এন্টারপ্রাইজ ও জি.এন এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্ত্বাধিকারী মোঃ মো: গোলাম মোর্শেদ (চন্দন) ও মো: গোলাম শহীদ এর নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে শুভ হালখাতা অনুষ্ঠানের এই আয়োজন করা হয়।

মোঃ গোলাম শহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হালখাতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা গ্রুপের কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট এর জেনারেল ম্যানেজার মো: আব্দুল লতিফ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা সিমেন্ট এর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পলাশ আক্তার।
এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কিং ব্র্যান্ড সিমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার মো: জিয়াউর রহমান, খুলনা ডিভিশনাল ম্যানেজার সুমন চন্দ্র কর, ডিভিশনাল ম্যানেজার জাফরুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার মুশফিকুর রহমান, এরিয়া ম্যানেজার মাহফুজুর রহমান, টেরিটরি সেলস ম্যানেজার তামজীদ আহমেদ ও টেরিটরি সেলস ম্যানেজার মাসুদ সালাউদ্দিন।

মেসার্স আসিফ এন্টারপ্রাইজ ও জিএন এন্টারপ্রাইজ এর পরিবেশক মোঃ গোলাম মোরশেদ (চন্দন) ও গোলাম শহীদ এর আয়োজনে উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন রিটেইলার বৃন্দ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বৃন্দ এবং স্থানীয় ঠিকাদার বৃন্দ।

এই অনুষ্ঠানে কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট ও বসুন্ধরা সিমেন্ট এর গুণগত মান এবং ধারাবাহিক ঐতিহ্য সহ বাংলাদেশের উন্নয়নশীল প্রকল্পে কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট এর অবদান তুলে ধরা হয় ।

উক্ত অনুষ্ঠানে রিটেইলার বৃন্দ দেরকে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়।

মুজিবনগরে ফলন্ত কল ও কচু ক্ষেত কেটেছে দূর্বৃত্তরা

মুজিবনগরের বিশ্বনাথপুর বিল মাঠে নামক স্থানে কৃষকের এক বিঘা ৫ কাটা জমির ফলন্ত কলা গাছ ও দশ কাঠা জমির কচু কেটে তছরুপ করেছে দুর্বৃত্তরা।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় এই ফসল কাটার ঘটনা ঘটে। এতে ওই কৃষকের প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান তিনি।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় একটি অভিযোগের দায়ের করেন তিনি।

মুজিবনগর উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক রাহেল বিশ্বাস জানান, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে কে বা কারা আমার এক বিঘা ৫ কাঠা জমির কলা ও ১০ কাঠা জমির কচু ক্ষেত কেটে দিয়েছে। এতে আমার প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। আমি প্রশাসনের কাছে এর সঠিক তদন্ত ও বিচার দাবী করছি।

এ ব্যাপারে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল বলেন, লিখিত অভিযোগ এখনো পাইনি। পেলে তদন্ত সাপেক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

গাংনী পৌর মেয়রের মাছ নিধনের মামলায় গ্রেফতার-২

গাংনী পৌর মেয়রের মৎস্য ঘেরে বিষ প্রয়োগে মাছ নিধনের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় এজাহার নামীয় ২ আসামি গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

এরা হলেন, গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে আমজাদ হোসেন (৪৫) ও আসাদুজ্জামানের ছেলে মেহেদী (২০)।

আজ বৃহস্পতিবার ভোররাতের দিকে তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে গ্রেফতার করা হয়।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, গত রবিবার দিবাগত রাতে গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলীর এলাঙ্গী বিলে বিষ প্রয়োগ করে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার মাছ নিধন করেছে দূর্বৃত্তরা। এঘটনায় মেয়র আহম্মেদ আলী বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন যার মামলা নং (২৫)(৬)২৩।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক আরও জানান, গ্রেফতারকৃতদের ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন জানিয়ে আজ বৃহস্পতিবার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সাংবাদিক আবু আক্তার, রেক্সোনাসহ ৩ জন কারাগারে

মেহেরপুরে আলোচিত আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির মেহেরপুর প্রতিনিধি রেক্সোনা আরা ও নিলুফার ইয়াসমিন রুপাকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বক্কর সিদ্দিকের আদালতে জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা, ও নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত করে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়। এরপর তারা উচ্চ আদালতে চার্জশিটের তথ্য গোপন করে ৬ সপ্তাহের আগাম জামিনে ছিলেন। উচ্চ আদালতের জামিনাদেশ শেষ হলে বৃহস্পতিবার তারা মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। আদালত জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলায় আসামিদের পক্ষে মিয়াজান আলী, মারুফ আহমেদ বিজন ও মিনা পাল এবং সরকারি পক্ষে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে গত ১১ এপ্রিল মেহেরপুরের চার সাংবাদিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

এদের মধ্যে মিজানুর রহমান জনি, নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, মতিয়ার রহমান, মামুন জোয়ার্দার, হাসিবুল হক জয়, শাহাজান আলী, নেহাল আল মুকিত পুলিশের হাতে আটক হয়ে হাজতবাস করেছেন। বর্তমানের

তারা জামিনে আছেন। বাকিরা উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তাহের জামিনে ছিলেন। এদের মধ্যে এই তিনজন আজ মেহেরপুর চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজ্জনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো। তাদের পৃষ্ঠপোষক করতো অভিযুক্ত মেহেরপুরের চার সাংবাদিকও।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

মেহেরপুর শ্যামপুর কলোনীপাড়া মাঠে বালি উত্তোলনের মহাউৎসব

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর কলোনীপাড়ার মাঠে কোন রকম অনুমোতি না নিয়ে তিন ফসলি জমিতে পুকুর খননের নামে চলছে বালি উত্তোলনের মহা উৎসব। অতিরিক্তি মাত্রায় গভির করে বালি উত্তোলনের ফলে হুমকির মুখে রয়েছে পার্শ¦বর্তী ফসলি জমি। বর্ষা হলেই ভেঙ্গে পড়বে পার্শ্ববর্তী জমি এমন অভিযোগ অনেকের। তবে পুকুর মালিকরা প্রভাবশালী হওয়ায় কেউ মুখ খলতে সাহস পাচ্ছেনা। বালি উত্তোলন বন্ধে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্থানীয়রা।

জানাগেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের লুৎফর রহমানের

ছেলে কাজল,শোহরাব হোসেন ও জাহাঙ্গীর তিন ফসলি জমিতে সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে পুকুর খনন করে ইট ভাটায় মাটি বিক্রি করেন। সে সময় পার্শবর্তী জমির মালিকরা তাদের কৃষি জমি রক্ষায় পুকুর খনন করতে নিষেধ করে। তাদের নিষেধ অমান্য করে বিভিন্ন হুমকি ধামকি দিয়ে পুকুর খনন করেন জাহাঙ্গীর,কাজল ও সোহরাব হোসেন। পরে কয়েকদিনের বৃষ্টিতে পুকুরের পাড় ভেঙ্গে পড়ে। এবছর আবারও ওইসব পুকুরে বালি উত্তোলনের কাজ শুরু করেন পুকুর মালিকরা। প্রতিদিন সকাল থেকে শুরু করে বিকাল পর্যন্ত চলে বালি উত্তোলন ও বহনের কাজ। পরপর চারটি পুকুরে অন্ততঃ ২০ থেকে ৩০ ফুট গভির করে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে একই সাথে চারটি পুকুরে।

স্থানীয়দের পার্শ্ববর্তী কৃষকদের অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে দেখা গেছে, স্কেবিটর মেশিন দিয়ে বালি উত্তোলনের কাজ চলছে দেদারছে। পরপর দু’টি পুকুরে বালি উত্তোলনের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হলেও আরও একটি পুকুর থেকে বালি উত্তোলনের কাজ করা হচ্ছে। পুকুর গুলি অন্ততঃ ২০ থেকে ৩০ ফুট গুভর হয়ে পড়েছে। হুমকির মধ্যে রয়েছে পার্শবর্তী কৃষি জমি। সরেজমিনে গিয়ে দেখা হয় আরিফ নামের এক যুবকের সাথে। তিনি জানান, বালির গাড়ি গণনার কাজে তিনি নিয়োজিত রয়েছেন। তবে বালি কে উত্তোলন করছেন এমন প্রশ্নের জবাব তিনি দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পার্শ্ববর্তী জমিরএকাধিক মাীলকগণ জানান, বালি বিক্রির লোভে তিন ফসলি জমি কেটে এমন ভঅবে গভির করা হচ্ছে যেন আইন কানুন কিছুই নেই। আমাদের বর্ষা হলেই পাড় ভেঙ্গে আমাদের জমি পুকুরে পড়বে। ফলে নিরুপাই হয়ে ফসলি জমি বাধ্য হয়ে আমাদের পুকুর কাটতে হবে। তারা আরও জানান, পুকুর খনন বা বালি উত্তোলনের ক্ষেত্রে প্রশাসনের অনুমোতি লাগে শূনেছি কিন্তু এদের তো কিছুই নেই,তবে কিভাবে এরা পুকুর খনন করলো আবার কিভাবে বালি উত্তোলন করছে? দ্রত বালি উত্তোলন বন্ধে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে পার্শবর্তী জমির মালিকরা।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা(সহকারি কমিশনার ভুমি) আব্দুল্লাহ আল বাকী জানান, যাদের সমস্যা হচ্ছে তারা একটি লিখিত অভিযোগ করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।